আলমডাঙ্গার মাধবপুরে গাছের গুড়ির আঘাতে স্কুলছাত্রের মৃত্যু

আলমডাঙ্গার মাধবপুরে গাছের গুড়ি, আলমসাধু গাড়িতে তুলতে গিয়ে ছিটকে পড়ে আঘাত প্রাপ্ত হয়ে এক স্কুল ছাত্র নিহত হয়েছে। রবিবার সকাল সাড়ে ৮টার দিকে উপজেলার ডাউকি ইউনিয়নের মাধবপুর গ্রামে এ ঘটনা ঘটে।

নিহত হযরত (১৪) উপজেলার ডাউকি ইউনিয়নের মাধবপুর গ্রামের হাবিল উদ্দিনের ছেলে। সে স্থানীয় মাধবপুর মডেল মাধ্যমিক হাইস্কুলের ৮ম শ্রেণীর শিক্ষার্থী ছিল।

পুলিশ ও স্থানীয় সূত্রে জানা যায়, রবিবার সকালে মাধবপুর গ্রামের গাছ ব্যবসায়ী নুরজার হোসেন গাছের কাটা অংশ আলমসাধু গাড়িতে তুলছিলেন। একটি বড় গাছের কাটা অংশ গাড়িতে তুলতে স্কুলছাত্র হযরত ডেকে নেয়। এসময় গাড়ি থেকে একটি গাছের গুড়ি ছিটকে হযরতের শরীরে আঘাত করে । এতে সে মাথা ও মুখে গুরুত্বর আঘাত পেয়ে ঘটনাস্থলেই মারা যায়। এ ঘটনায় এলাকায় উত্তেজনা দেখা দেয়। খবর পেয়ে দুপুর ১২টার দিকে পুলিশ ঘটনাস্থলে গিয়ে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনে। ঘটনার পর থেকে অভিযুক্ত গাছ ব্যবসায়ী নুরজার পালিয়েছেন।

স্থানীয় ইউপি সদস্য আনিসুজ্জামান জানান, স্কুলছাত্রের বাড়ির পাশেই গাছ ব্যবসায়ীরা আলমসাধু গাড়িতে গাছের গুড়ি তুলছিল। ওই স্কুল ছাত্র গাছের গুড়ি তুলতে সাহায্য করতে গেলে গাড়ি থেকে গাছের কাটা গুড়ি তার শরীরের উপর ছিটকে পড়ে। ঘটনাস্থলেই সে মারা যায়।

আলমডাঙ্গা থানার পরিদর্শক (ওসি) বিপ্লব কুমার নাথ বলেন, সকালে গাছের গুড়ি তুলতে গিয়ে এক স্কুলছাত্র নিহত হয়েছে। ঘটনাস্থলে পুলিশ উপস্থিত হয়ে লাশের সুরতহাল করেন। অভিযোগ পেলে, তদন্ত সাপেক্ষে পরবর্তী আইনগত ব্যবস্থা নেওয়া হবে।

আলমডাঙ্গায় চাঁদা না দেওয়ায় ব্যবসায়ীর বাড়িতে বোমা হামলা, গ্রেপ্তার ৩

আলমডাঙ্গার ভোগাইল বগাদি পান ব্যবসায়ীর নিকট ১ লাখ টাকা চাঁদার দাবিতে বাড়িতে বোমা হামলাকারী তিন সদস্যকে গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ। আজ শনিবার থানাপুলিশ তথ্যপ্রযুক্তি ব্যবহার করে তাদের গ্রেপ্তার করে।

গ্রেপ্তারকৃতরা হলেন- উপজেলার ভাংবাড়িয়া ইউনিয়নের ভোগাইল বগাদি গ্রামের আব্দুল্লাহ’র ছেলে রকিবুল ইসলাম (৩৬), একই ইউনিয়নের সাহেবপুর গ্রামের মৃত রমজান আলীর ছেলে রাজ্জাক আলী (৪৩) ও মেহেরপুর জেলার গাংনী থানার সাহারবাটী এলাকার মৃত বিল্লাল হোসেনের ছেলে স্বপন আলী (৩৩)। আজ শনিবার দিবাগত রাতে পুলিশ অভিযান চালিয়ে বিভিন্ন এলাকা থেকে তাদের গ্রেপ্তার করে।

পুলিশ জানায়, উপজেলা ভাংবাড়িয়া ইউনিয়নের ভোগাইল বগাদি গ্রামের মিন্টু হোসেন তিনি একজন পান ব্যবসায়ী। গত ২০ সেপ্টেম্বর থেকে বেশ কয়েকদিন মোবাইল ফোনের মাধ্যমে ১ লাখ টাকা চাঁদা দাবি করে আসছিল কে বা কারা। উক্ত চাঁদার টাকা না পেয়ে গত ২৮শে সেপ্টেম্বর রাতে দুস্কৃতিকারীরা মিন্টুর বাড়িতে বোমা হামলা করে। ঘটনার পর থেকে মিন্টু ও তার পরিবার ভিতস্থ হয়ে পড়ে। অজ্ঞাত ব্যক্তি পুলিশের জরুরি সেবা ৯৯৯-এ ফোনের মাধ্যমে আলমডাঙ্গা থানা পুলিশকে অবগত করেন। গতকাঅল শুক্রবার রাতে চাঁদা দাবি ও বোমা হামলা সংক্রান্ত একটি মামলা আলমডাঙ্গা থানায় রুজু হয় ।

আরো জানান, মামলার পরপরই পুলিশ তদন্ত শুরু করে । তথ্যপ্রযুক্তি ব্যবহার করে মামলার ৬ ঘন্টার ব্যবধানে বোমা হামলাকারী তিন সদস্যকে গ্রেপ্তার করে পুলিশ। পরে তাদের চুয়াডাঙ্গা কোর্টে প্রেরণ করা হয়।

আলমডাঙ্গা থানার পরিদর্শক (ওসি) বিপ্লব কুমার নাথ জানান, শুক্রবার রাত ৯ টার দিকে চাঁদা ও বোমা হামলার ঘটনায় একটি মামলা রুজু হয়। ওই রাতেই পুলিশের এক্সপার্ট অফিসারেরা তথ্যপ্রযুক্তি ব্যবহার করে মামলার ৬ ঘন্টার মধ্যে তিনজন আসামীকে গ্রেপ্তার করেন। তারা চুয়াডাঙ্গা আদালতের বিজ্ঞ ম্যাজিস্ট্রেটের নিকট

স্বীকারোক্তি দিয়েছে।

আলমডাঙ্গার জামজামি ইউনিয়নে কর্মী সভায় এমপি ছেলুন

আলমডাঙ্গার জামজামি ইউনিয়ন আওয়ামীলীগের আয়োজনে কর্মী সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। আজ শনিবার বিকেলে ঘোষবিলা মাধ্যমিক বিদ্যালয় মাঠে এ কর্মি সভা অনুষ্ঠিত হয়।

কর্মী সভায় প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন চুয়াডাঙ্গা-১ আসনের সংসদ সদস্য জেলা আওয়ামীলীগের সভাপতি বীর মুক্তিযোদ্ধা সোলায়মান হক জোয়ার্দ্দার ছেলুন। প্রধান অতিথির বক্তব্যে এমপি ছেলুন জোয়ার্দ্দার বলেন,জামজামি ইউনিয়নের এই কর্মি সমাবেশ আজকে জনসভায় রুপ নিয়েছে। আমি খুবই খুশি হয়েছি। আপনারা সকলেই যদি ঐক্যবদ্ধভাবে মাঠে থাকেন তাহলে সকল অপশক্তিকে মোকাবেলা করা সম্ভব হবে। আজকে দেশে নানা ষড়যন্ত্র হচ্ছে,সকল ষড়যন্ত্র মোকাবেলা করে আবারও নৌকায় ভোট দিয়ে আওয়ামীলীকে ক্ষমতায় আনতে হবে।

আমরা দেশের জন্য অনেক কিছু করেছি। আজকে বিএনপি জনগণের মধ্যে বিভ্রান্তি সৃষ্টি করছে। তারা ক্ষমতায় থেকে জনগণের জন্য কিছুই করেনি। বিএনপি ওয়ালাদের বলি অতো দাপিয়ে না বেড়িয়ে নির্বাচনে আসেন। জনগণ যদি আপনাদের ভোট দেয় আমরা অবশ্যই ক্ষমতা হস্তান্তর করে চলে যাবো। আপনারা তো নির্বাচনে আসবেন না, কারণ আপনারা জনগণের জন্য কিছুই করেন নি।

তিনি বলেন,উন্নয়ন অব্যাহত রাখতে আওয়ামীলীকে ক্ষমতায় আনতে হবে।সেজন্য প্রত্যেক নেতাকর্মিকে মানুষের কাছে গিয়ে নৌকায় ভোট চাইতে হবে।

জামজামি ইউনিয়ন আওয়ামীলীগের সভাপতি বীর মুক্তিযোদ্ধা দিদার আলীর সভাপতিত্বে বিশেষ অতিথি হিসেবে বক্তব্য রাখেন জেলা আওয়ামীলীগের সাবেক যুগ্ন সাধারণ সম্পাদক রিয়াজুল ইসলাম জোয়ার্দ্দার টোটন,

সাবেক সাংগঠনিক সম্পাদক মাসুদুজ্জামান লিটু বিশ্বাস, বন ও পরিবেশ বিষয়ক সম্পাদক শহিদুল ইসলাম খাঁন, আলমডাঙ্গা উপজেলা আওয়ামীলীগের সভাপতি আবু মুছা, সাধারণ সম্পাদক ইয়াকুব আলী, জেলা আওয়ামীলীগ নেতা আরশাদ উদ্দিন চন্দন,,চুয়াডাঙ্গা পৌর আওয়ামী লীগের সভাপতি আলাউদ্দিন হেলা, সাধারণ সম্পাদক আব্দুল কাদের,জেলা যুবলীগের সাবেক আহবায়ক আরেফিন আলম রঞ্জু,জেলা ছাত্রলীগের সাবেক সভাপতি আব্দুর রশীদ,জামজামি ইউনিয়ন আওয়ামীলীগের সাধারণ সম্পাদক রাহাব উদ্দিন।

জামজামি ইউনিয়ন যুবলীগ নেতা ডেভিড মেম্বারের উপস্থাপনায় কর্মি সভায় বক্তব্য রাখেন জামজামি ইউনিয়নের সাবেক চেয়ারম্যান বাবলু চৌধুরী, আওয়ামীলীগ নেতা শাহারুজ্জামান শাহানুর,শহিদুল ইসলাম,রতন শাহ,লাল্টু রহমান,রবিউল ইসলাম,শ্যামল কুমার, আলমডাঙ্গা পৌর আওয়ামীলীগের যুগ্ম সম্পাদক সাইফুর রহমান পিন্টু, মাসুদ রানা তুহিন,আলমডাঙ্গার ছাত্রলীগ নেতা আব্দুল্লাহ আল হোসাইন বাদসা,হাসান, সাকিব, রঞ্জু প্রমুখ

আলমডাঙ্গার কালিদাসপুর ইউনিয়নে কর্মী সভায় এমপি ছেলুন

আলমডাঙ্গার কালিদাসপুর ইউনিয়ন আওয়ামীলীগের আয়োজনে কর্মি সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। আজ শনিবার সকাল ১১ টায় কালিদাসপুর রুপনগর মাঠে এ কর্মি সভা অনুষ্ঠিত হয়।

কর্মী সভায় প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন চুয়াডাঙ্গা-১ আসনের সংসদ সদস্য জেলা আওয়ামীলীগের সভাপতি বীর মুক্তিযোদ্ধা সোলায়মান হক জোয়ার্দ্দার ছেলুন। প্রধান অতিথির বক্তব্যে এমপি ছেলুন জোয়ার্দ্দার বলেন,কালিদাসপুর ইউনিয়নে আজকে এ কর্মি সমাবেশ অত্যন্ত সফল হয়েছে। একটি সংগঠনের প্রাণ হলো কর্মি। আজকে এই কর্মি সমাবেশ থেকে আমাদের শপথ নিতে হবে উন্নয়নের ধারা অব্যাহত রাখতে আবার আওয়ামীলীগকে ক্ষমতায় আনতে হবে। উন্নয়নের ধারা অব্যাহত রাখতে শেখ হাসিনার কোন বিকল্প নেই। আমাদের নেত্রী আজ ১৫ বছর

ক্ষমতায় আছে।এই ১৫ বছরে এই দেশে যে উন্নয়ন হয়েছে, সেই উন্নয়ন কী আর কেউ করেছে। কেউ করেনি। বিএনপি ভোটের আগে বলেছে,ওই রাস্তা হয়ে যাবে। দুই গাড়ি ইট আর বালি ফেলে রেখেছে। যে ভোট হয়ে গেছে আর সেই রাস্তা করেনি। আমরা যা বলি তাই করি। আজকের এই সভায় বক্তারা বলেছেন এই ইউনিয়নে কী কী উন্নয়ন হয়েছে, আজকে আওয়ামীলীগ যখনই ক্ষমতায় আসে তখনই দেশের উন্নয়ন হয়। এই কালিদাসপুর ইউনিয়নের মানুষ সন্ত্রাসীদের অত্যাচারে অতিষ্ঠ ছিল। রাতে ঘুমাতে পারে নাই। আওয়ামীলীগ ক্ষমতায় আসার পর সন্ত্রাস দমন হয়েছে। মানুষ আজ সুখে শান্তিতে বসবাস করছে। সেজন্য আওয়ামীলীগকে ক্ষমতায় আনেত শেখ হাসিনার হাত শক্তিশালী করতে বঙ্গবন্ধুর নৌকায় ভোট দিতে হবে।

কালিদাসপুর ইউনিয়ন আওয়ামীলীগের সভাপতি জয়নাল আবেদীনের সভাপতিত্বে বিশেষ অতিথি হিসেবে বক্তব্য রাখেন জেলা আওয়ামীলীগের সাবেক যুগ্ন সাধারণ সম্পাদক রিয়াজুল ইসলাম জোয়ার্দ্দার টোটন, সাবেক সাংগঠনিক সম্পাদক মাসুদুজ্জামান লিটু বিশ্বাস, বন ও পরিবেশ বিষয়ক সম্পাদক শহিদুল ইসলাম খাঁন, আলমডাঙ্গা উপজেলা আওয়ামীলীগের সভাপতি আবু মুছা, সাধারণ সম্পাদক ইয়াকুব আলী, জেলা আওয়ামীলীগ নেতা আরশাদ উদ্দিন চন্দন,,চুয়াডাঙ্গা পৌর আওয়ামী লীগের সভাপতি আলাউদ্দিন হেলা, আলমডাঙ্গা পৌর আওয়ামীলীগের সভাপতি দেলোয়ার হোসেন, চুয়াডাঙ্গা পৌর আওয়ামীলীগের সাধারণ সম্পাদক আব্দুল কাদের,জেলা যুবলীগের সাবেক আহবায়ক আরেফিন আলম রঞ্জু,জেলা ছাত্রলীগের সাবেক সভাপতি আব্দুর রশীদ, উপজেলা মহিলা ভাইস চেয়ারম্যান কাজী মারজাহান নিতু,কালিদাসপুর ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান আশাদুল হক মিকা।

কালিদাসপুর ইউনিয়ন আওয়ামীলীগের সাধারণ সম্পাদক কামরুজ্জামান শামীমেন পরিচালনায় কর্মি সভায় বক্তব্য রাখেন কালিদাসপুর ইউনিয়ন আওয়ামীলীগের সাবেক আহবায়ক জালাল উদ্দিন, সাবেক যুগ্ম আহবায়ক ইউনিয়নের সাবেক চেয়ারম্যান নুরুল ইসলাম,উপজেলা যুবলীগের সাবেক আহবায়ক আহসান উল্লাহ,ইউনিয়ন আওয়ামীলীগের সহসভাপতি মোল্লা এমদাদুল হক,সাংগঠনিক সম্পাদক এমদাদ হোসেন, রুবেল হোসেন,কালিদাসপুর ইউনিয়ন যুবলীগ নেতা এরশাদ আলী, ওয়ার্ড আওয়ামীলীগ নেতা আশাদুল হক,আলমডাঙ্গা পৌর আওয়ামীলীগের যুগ্ম সম্পাদক সাইফুর রহমান পিন্টু, মাসুদ রানা তুহিন, আলমডাঙ্গা পৌর ছাত্রলীগের সাবেক সভাপতি নয়ন সরকার, আলমডাঙ্গার ছাত্রলীগ নেতা আব্দুল্লাহ আল হোসাইন বাদসা,হাসান, সাকিব, রঞ্জু, আব্দুল করিম,নাজিম উদ্দিন প্রমুখ।

আলমডাঙ্গার মোচাইনগরে দুই পক্ষের সংঘর্ষে আহত ৩

আলমডাঙ্গার মোচাইনগরে বিবাদমান সেচ পাম্পে পানি দেওয়াকে কেন্দ্র করে দুই পক্ষের মধ্যে সংঘর্ষে তিনজন আহত হয়েছেন।

আজ শুক্রবার বেলা ১১ টার দিকে উপজেলার গাংনী ইউনিয়নের মোচাইনগর গ্রামে এ ঘটনায় আহত তিনজনকে চুয়াডাঙ্গা সদর হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে।

গাংনী ইউনিয়নের ওই ওয়ার্ডের ইউপি সদস্য রাজা মিয়া সংঘর্ষের এতথ্য নিশ্চিত করেছেন।

প্রত্যক্ষদর্শী সূত্রে জানা গেছে, উপজেলার মোচাই নগর গ্রামের ইয়াহিয়া ও বাদলের মধ্যে একটি সেচপাম্পে পানি দেওয়া নিয়ে দীর্ঘদিন ধরে বিরোধ চলছিল। ওই সেচপাম্পের মালিক বাদল। ইয়াহিয়া দীর্ঘদিন বিভিন্ন ফসলের খেতে পানি দেবার জন্য সেচপাম্পে কাজ করতেন। ইয়াহিয়া নিয়মিত জমির খেতে পানি না দেওয়ায় সেচপাম্প মালিক বাদল তার নিকট থেকে চাবি কেড়ে নেয়। শুক্রবার সকালে সেচ পাম্পে ইয়াহিয়া তার জমিতে পানি নিতে গেলে বাদলের সাথে তর্কবিতর্কে জড়িয়ে পড়েন। এক পর্যায়ে উভয়ের মধ্যে বাগবিতণ্ডা শুরু হয়। পরে উভয় পক্ষ ধারালো দেশীয় অস্ত্র নিয়ে সংঘর্ষে লিপ্ত হয়। এতে মৃত আবদাল মন্ডলের ছেলে ইয়াহিয়া (৬০), খোকন (৪০), ইয়াহিয়ার ছেলে ইসমাইল
(৪৫) গুরুতর আহত হন। স্থানীয়রা তাদের উদ্ধার করে চুয়াডাঙ্গা সদর হাসপাতালে ভর্তি করেন।

এ ঘটনায় আলমডাঙ্গা থানার পরিদর্শক (ওসি) বিপ্লব কুমার নাথ বলেন, এখনো কোন অভিযোগ পাইনি। যদি কেউ লিখিত অভিযোগ দেয়,তদন্ত পূর্বক ব্যবস্থা নেওয়া হবে।

আলমডাঙ্গার ডম্বলপুরে গ্রাম্য চিকিৎসকের ঝুলন্ত মরদেহ উদ্ধার

আলমডাঙ্গা ডম্বলপুর গ্রামের তৌহিদুল ইসলাম (৪০)’র ঝুলন্ত লাশ উদ্ধার হয়েছে। শুক্রবার সকালে গ্রামবাসী ডম্বলপুর ব্রীজের রেলিংয়ে দড়ি দিয়ে গলায় ফাঁস লাগনো অবস্থায় পানির মধ্যে ঝুলে থাকতে দেখেন তাকে। ব্রীজের পাশেই তার ব্যবহৃত মোটরসাইকেল,স্যান্ডেল ও টুপি পড়ে ছিল। ঘাসের উপর ধ্স্তাধস্তির চিহ্ন দেখতে পান এলাকাবাসী ।

থানা পুলিশ ঘটনাস্থল থেকে লাশ উদ্ধার করে মর্গে প্রেরণ করেছে। সংবাদ পেয়ে চুয়াডাঙ্গা অতিরিক্ত পুলিশ সুপার ঘটনাস্থল পরিদর্শন করেন।

পল্লি চিকিৎসক তৌহিদুল ইসলাম ডম্বলপুর গ্রামের মকবুল মন্ডলের ছেলে। সে এলাকায় পল্লি চিকিৎসক হিসেবে পরিচিত ও কালিদাসপুর ইউনিয়ন ছাত্রলীগের সাবেক সভাপতি।

স্থানীয়রা জানান,পল্লি চিকিৎসক তোহিদুল ইসলাম বৃহস্পতিবার রাতে ডম্বলপুর মোড়ের একটি দোকানে চা পান করেন। পরে দোকান থেকে উঠে চলে যান। তিনি রাতে আর বাড়ি না ফিরলে পরিবারের লোকজন উদ্বিগ্ন হয়ে পড়েন। তাকে মোবাইল ফোনেও না পেয়ে খোঁজাখুঁজি শুরু করেন তারা। এরই এক পর্যায়ে শুক্রবার সকালে ডম্বলপুর-মাধবপুর সড়কে নেংটা ব্রীজ নামক স্থানে রেইল বারের সাথে তার ঝুলন্ত মৃত দেহ দেখতে পায় এলাকাবাসি। গলায় ফাঁস লাগানো অবস্থায় ব্রীজের নীচে পানির মধ্যে ঝুলে ছিল তার লাশ। ব্রীজের অদূরে তার ব্যবহৃত মোটরসাইকেল ও মাথার টুপি এবং স্যান্ডেল পড়ে থাকতে দেখেন গ্রামবাসী। ঘাসের উপর ধস্তাধস্তির চিহ্ন ছিল বলে গ্রামবাসী জানান।

এটা কি হত্যা? নাকি আত্মহত্যা, এমন প্রশ্ন গ্রামবাসীর।

কালিদাসপুর ইউনিয়ন পরিষদের সাবেক চেয়ারম্যান নুরুল ইসলাম (নুরু) বলেন, শুক্রবার সকালে ভাতিজা মোবাইলে জানায়, গ্রাম্য চিকিৎসক তহিদুলের ঝুলন্ত মরদেহ পাওয়া গেছে । আমি তাৎক্ষণিকভাবে আলমডাঙ্গা থানার ওসিকে মোবাইলের মাধ্যমে জানায়। পরে ঘটনাস্থলে এসে দেখি নেংটা ব্রিজের রেইল বারে তার লাশ দড়ি দিয়ে ঝুলানো। ব্রিজের

পাশেই পড়ে ছিলো তার ব্যবহৃত মোটরসাইকেল ও মাথার টুপি, স্যান্ডেল।
তিনি আরো জানান, নিহত তৌহিদুল এলাকার ভালো ছেলে হিসেবে পরিচিত। পূর্বশত্রুতার জের ধরে হয়তো হত্যার ঘটনা ঘটতে পারে। দ্রুত এই ঘটনার রহস্য উন্মোচন হোক এটা দাবি জানাই।

এদিকে, শুক্রবার সকাল থেকে ওই এলাকায় লাশ দেখতে উৎসুক জনতার ভিড় নামে।স্থানীয় জানান, চিকিৎসক তৌহিদুলকে আমরা অনেক দিন ধরেই চিনি। তিনি অত্যন্ত নিরিবিলি মানুষ ছিলেন। আমরা তার লাশ দেখে ধারণা করছি এটা কী পরিকল্পিত হত্যা নাকি আত্মহত্যা, বিষয়টি তদন্ত পূর্বক প্রশাসন দ্রুত প্রয়েজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করবে বলে তারা মনে করেন।

সংবাদ পেয়ে চুয়াডাঙ্গার অতিরিক্ত পুলিশ সুপার সদর সার্কেল আনিসুজ্জামান,থানার অফিসার ইনচার্জ বিপ্লব কুমার নাম,ওসি তদন্ত একরামুল ঘটনাস্থল পরিদর্শন করেন।

পুলিশ লাশের সুরতহাল রির্পোট সম্পন্ন করে লাশ ময়না তদন্তের জন্য মর্গে প্রেরণ করেন।

অতিরিক্ত পুলিশ সুপার সদর সার্কেল আনিসুজ্জামান জানান, ব্রিজের রেইল বারের সাথে ঝুলন্ত অবস্থায় পল্লি চিকিৎসক তৌহিদুলের ঝুলন্ত মৃতদেহ উদ্ধার করা হয়েছে । ব্রিজের পাশেই তার ব্যবহৃত মোটর সাইকেল,স্যান্ডেল ও মাথার টুপি পাওয়া গেছে। প্রাথমিকভাবে এটা হত্যাকান্ড বলে মনে হচ্ছে, তবে আমরা তদন্ত করে বিস্তারিত জানাতে পারবো।

আলমডাঙ্গার ডাউকি ইউনিয়নে আওয়ামীলীগের কর্মি সভায় এমপি

ছেলুন

আলমডাঙ্গার ডাউকি ইউনিয়ন আওয়ামীলীগের আয়োজনে কর্মি সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। আজ মঙ্গলবার সকাল সাড়ে ১০ টার দিকে বিনোদপুর সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয় মাঠে এ কর্মি সভা অনুষ্ঠিত হয়।

কর্মি সভায় প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন চুয়াডাঙ্গা-১ আসনের সংসদ সদস্য জেলা আওয়ামীলীগের সভাপতি বীর মুক্তিযোদ্ধা সোলায়মান হক জোয়ার্দ্দার ছেলুন।

প্রধান অতিথির বক্তব্যে এমপি ছেলুন জোয়ার্দ্দার বলেন, আওয়ামীলীগ হলো মাটি ও মানুষের সংগঠন। এ সংগঠনে লাখ লাখ নেতাকর্মি রয়েছে। একটি দলের প্রাণ হলো কর্মি।যে দলের কর্মি নেই, সেই দল কোন দলই না। আজকে ডাউকি ইউনিয়নের এই কর্মি সভা জনসভায় রুপ নিয়েছে। আমি এই কর্মি সভায় কর্মিদের উপন্থিতি দেখে অত্যন্ত খুশি হয়েছি। আজকে বঙ্গবন্ধুর কন্যা জননেত্রী শেখ হাসিনা বঙ্গবন্ধুর সোনার বাংলা গড়ার স্বপ্ন বাস্তবায়ন করছে । দেশ আজ উন্নয়নের রোল মডেল। বিশ্ববাসী স্বীকৃতি দিচ্ছেন। আপনারা জনগণের কাছে গিয়ে নৌকায় ভোট চান। আমাদের ভোট চাওয়ার মত যথেষ্ট অর্জন রয়েছে ।

আমরা এ উপজেলার প্রতিটি রাস্তাঘাটের উন্নয়ন করেছি,স্কুলের বিল্ডিং করে দেওয়া হয়েছে। বিনামীল্য কমিউনিটি ক্লিনিকের মাধ্যমে চিকিৎসা সেবা দেওয়া হচ্ছে। মানুষ আজ সুখে শান্তিতে বসবাস করছে।

এমপি ছেলুন জোয়ার্দ্দার বলেন, আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলা দিয়ে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে ফাঁসিতে ঝুলিয়ে হত্যার চেষ্টা করেছিলো পাকিস্তানিরা। বাংলার জনগণ একত্রে রাস্তায় নেমে আসেন। আমরা বঙ্গবন্ধুকে জেল থেকে মুক্ত করেছিলাম।

তিনি বলেন,মাননীয় প্রধানমন্ত্রী নৌকায় ভোট চেঢেছেন।আমি নৌকায় ভোট চেয়ে তৃণমূলের নেতাকর্মিদের নৌকায় ভোট চাওয়ার আহবান জানাচ্ছি।

ডাউকি ইউনিয়ন আওয়ামীলীগের ভারপ্রাপ্ত সভাপতি খবির উদ্দিনের সভাপতিত্বে বিশেষ অতিথি হিনেবে বক্তব্য প্রদান করেন জেলা আওয়ামীলীগের সাবেক যুগ্নসাধারণ সম্পাদক রিয়াজুল ইসলাম জোয়ার্দ্দার টোটন, সাবেক সাংগঠনিক সম্পাদক মাসুদুজ্জামান লিটু বিশ্বাস, বন ও পরিবেশ বিষয়ক সম্পাদক শহিদুল ইসলাম খাঁন,

আলমডাঙ্গা উপজেলা আওয়ামীলীগের সভাপতি আবু মুছা, সাধারণ সম্পাদক ইয়াকুব আলী, জেলা আওয়ামীলীগ নেতা শওকত আলী, আরশাদ উদ্দিন চন্দন,জেলা যুবলীগের সাবেক আহবায় আরেফিন আলম রঞ্জু,চুয়াডাঙ্গা পৌর আওয়ামী লীগের সভাপতি আলাউদ্দিন হেলা, সাধারণ সম্পাদক আব্দুল কাদের, জেলা ছাত্রলীগের সাবেক সভাপতি আব্দুর রশীদ।

ডাউকি ইউনিয়ন আওয়ামীলীগ সাধারণ সম্পাদক ও চেয়ারম্যান তরিকুল ইসলামের পরিচালনায় কর্মি সমাবেশে উপস্থিত ছিলেন উপজেলা আওয়ামীলীগের সাবেক সহসভাপতি বিশিষ্ট ব্যবসায়ী আলহাজ্ব লিয়াকত আলী লিপু মোল্লা,পৌর আওয়ামীলীগের সাধারণ সম্পাদক মতিয়ার রহমান ফারুক, যুগ্ম সম্পাদক সাইফুর রহমান পিন্টু,উপজেলা ভাইচ চেয়ারম্যান সালমুন আহমেদ ডন,মহিলা ভাইস চেয়ারম্যান কাজী মারজাহান নিতু, সাবেক সাংগঠনিক সম্পাদক কাজী খালেদুর রহমান অরুন, আলম হোসেন,আতিয়ার রহমান, মাসুদ রানা তুহিন, কুমারী ইউপি চেয়ারম্যান আবু সাইদ পিন্টু,সোহানুর রহমান সোহান,আসাদুল হক মিকা,জয়নাল আবেদীন,আব্দুল খালেক,রোকুনুজ্জামান নাহিদ,খাইরুল ইসলাম চুন্নু , সাবেক ছাত্রলীগ নেতা আশরাফুল, ছাত্রলীগ নেতা আব্দুল্লাহ হোসাইন বাদসা,হাসান, গোলাম ছরোয়ার শামিম,রকি প্রমুখ।

আলমডাঙ্গার মোল্লা গ্রুপের চেয়ারম্যান ব্যবসায়ী সহিদুল হক মোল্লাকে সংবর্ধনা

দেশের শীর্ষ ব্যবসায়ী সংগঠন এফবিসিসিআই নির্বাচনে পরিচালক পদে বিপুল ভোটে বিজয়ী আলমডাঙ্গার বন্ডবিল গ্রামের কৃতি সন্তান দেশের বিশিষ্ট ব্যবসায়ী মোল্লা গ্রুপের চেয়ারম্যান সহিদুল হক মোল্লা শিপলেনকে বন্ডবিল গ্রামের পক্ষ থেকে সংবর্ধনা প্রদান করা হয়েছে।

আজ সোমবার বিকেলে বন্ডবিল গ্রামে এ সংবর্ধনার আয়োজন করা হয়। এর পূর্বে সহিদুল হক মোল্লাকে মোটর সাইকেল শোভাযাত্রার মাধ্যমে সংবর্ধনা সভায় নিয়ে আসা হয়। পরে তাকে ফুলেল শুভেচ্ছায় শিক্ত করেন গ্রামবাসী।

সংবর্ধনা সভায় প্রধান অতিথির বত্তব্যে শহিদুল হক মোল্লা বলেন, এফবিসিসিআই সংগঠনটি বাংলাদেশের সবচেয়ে শীর্ষ ব্যবসায়ী সংগঠন।এ সংগঠনের একজন পরিচালক হিসেবে বিজয় অত্যন্ত কঠিন একটা কাজ। দেশের বড় বড় ব্যবসায়ী সংগঠনের ভোটের মাধ্যমে বিজয় অর্জন করতে হয়। এফবিসিসিআই এর ভোট ইন্টার ন্যাশনাল ভোট, সংসদে যেমন ৩০০ আসনে ভোট হয়, এফবিসিসি আই এর সভাপতিসহ ৮০ জন। ৩৩ জন এসোসিয়েশন,২৩ জন চেম্বার আর ডিরেক্ট কিছু আসে। যাহোক আপনাদের সকলের দোয়ায় আমি নির্বাচনে বিজয়ী হয়েছি। এই বিজয়, আলমডাঙ্গার মানুষের বিজয়,এটা বন্ডবিল গ্রামের মানুষের গর্বের বিষয়।

তিনি বলেন,মন্ত্রী এমপিদের মততো আমাদের সুযোগ নেই,তবে আমরা দেশের জন্য কাজ করবো। দেশের বাইরে থেকে আমরা বিনিয়োগ নিয়ে আসবো। ইতপূর্বে আমরা দেশের জন্য সাড়ে ৯:হাজার কোটি টাকার হালাল খাদ্য নিয়ে এসেছিলাম।

তিনি আরও বলেন,আমরা মুজিব বর্ষ উপলক্ষে আলমডাঙ্গা উপজেলায় কয়েকটি ঘর নির্মাণ করে দিয়েছি,আমাদের বন্ডবিল গ্রামে যদি কারো ঘর না থাকে আমার মেজো ভাইয়ের সাথে যোগাযোগ করলে আমরা করে দিবো। এছাড়াও গ্রামের মানুষের সহযোগিতায় আমাদের হাত প্রসারিত থাকবে।

সালাউদ্দিন পিনটুল মোল্লার সভাপতিত্বে সংবর্ধনা অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন আলমডাঙ্গা উপজেলা আওয়ামীলীগের সাবেক সহ-সভাপতি বিশিষ্ট ব্যবসায়ী শিপলেন মোল্লার মেজো ভাই লিয়াকত আলী লিপু মোল্লা।

এছাড়াও আরো উপস্থিত ছিলেন ছোট ভাই আমিনুল হক অপু মোল্লা, ভাতিজা টিংকু মোল্লা, স্বজল মোল্লা, ৯ নং ওয়ার্ড কাউন্সিলর সাইফুল ইসলাম। সাবেক কাউন্সিলর মামুন আর রশিদ হাসানের উপস্থাপনায় আরও উপস্থিত ছিলেন স্কুল শিক্ষক বাবু, শফি উদ্দিন মোল্লা, পারভেজ হোসেন, ৯ নম্বর ওয়ার্ড আওয়ামীলীগের সভাপতি শহিদ মোল্লা, সাধারণ সম্পাদক শাফায়েতুল ইসলাম, ওয়ার্ড আওয়ামীলীগ নেতা সৈয়দ আলী, মসজিদের খতিব হাজি হানেফ আলী।

এদিকে, আলমডাঙ্গায় ৮৯ ব্যাচ বন্ধু সংগঠনের পক্ষ থেকে ব্যবসায়ীদের শীর্ষ সংগঠন এফবিসিসিআই’র পরিচালক পদে বিজয়ী আলমডাঙ্গার কৃতি সন্তান সহিদুল হক মোল্লাকে সংবর্ধনা প্রদান করেন।

আলমডাঙ্গায় ভোক্তা অধিকারের অভিযান; দুটি হোটেলে জরিমানা

আলমডাঙ্গায় ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ অধিদপ্তরের উদ্যোগে ভ্রাম্যমাণ অভিযান পরিচালিত হয়েছে। সোমবার দুপুরের পৌর এলাকার হাউসপুর দুটি হেটেলে অস্বাস্থ্যকর পরিবেশে খাদ্য তৈরী ও বিক্রির অভিযোগে ওই দুটি হোটেলে ১০ হাজার টাকা জরিমানা করা হয়।

জানা গেছে,চুয়াডাঙ্গার ভোক্তা অধকার সংরক্ষণ অধিদপ্তরের সহকারি পরিচালক সজল আহম্মেদের নেতৃত্বে আলমডাঙ্গার হাউসপুরে দুটি হোটেলে ভ্রাম্যমাণ অভিযান পরিচালিত হয়। অভিযানে নোংরা ও অন্বাস্থ্যকর পরিবেশে খাদ্য তৈরী ও বিক্রির অভিযোগে ২০০৯এর ৩৮/৪৩ ধারায মেসার্স মন্ডল মিষ্টান্ন ভান্ডারে ৫ হাজার ও মেসার্স মহুয়া মিষ্টান্ন ভান্ডারে ৫ হাজার টাকা জরিমানা করা হয়।

ভ্রাম্যমাণ অভিযানের সহযোগিতায় ছিলেন আলমডাঙ্গা থানার এসআই মেজবাসহ একদল পুলিশ ফোর্স।

আলমডাঙ্গার জেহালা ইউনিয়ন আওয়ামীলীগের উদ্যোগে কর্মি সভা

আলমডাঙ্গার জেহালা ইউনিয়ন আওয়ামীলীগের উদ্যোগে কর্মি সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। আজ সকাল সাড়ে ১০ টার দিকে জেহালা ফুটবল মাঠে এ কর্মি সভার আয়োজন করা হয়। কর্মি সভায় প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন চুয়াডাঙ্গা-১ আসনের সংসদ সদস্য জেলা আওয়ামীলীগের সভাপতি বীর মুক্তিযোদ্ধা সোলায়মান হক জোয়ার্দ্দার ছেলুন।

প্রধান অতিথির বক্তব্যে ছেলুন জোয়ার্দ্দার ছেলুন বলেন,আওয়ামীলীগের সরকার ক্ষমতায় আসলে উন্নয়ন হয়,আর বিএনপি,জামাত ক্ষমতায় আসলে সন্ত্রাস বাড়ে,তারা যদি আবারও ক্ষমতায় আসে তাহলে আজ ১৫ বছর ধরে আপনারা শান্তিতে ঘুমাচ্ছিলেন সেই ঘুম হারাম হয়ে যাবে,সন্তাস বাড়বে,চান্দা দিতে দিতে জান ক্ষারাপ হয়ে যাবে। শেখ হাসিনা বলেছিল প্রত্যেকটি গ্রামকে শহর করব,করেছে,যদি রাস্তাঘাটের উন্নয়ন এবং ইলেট্রিসিটি থাকে তাহলে তাকে কি শহর বলবেন না।আজকে জেহালা ইউনিয়নের এমন কোন রাস্তা নেই যে রাস্তায় কাজ হয়নি,মনে করে দেখেন তো আজ থেকে ১৫ বছর আগে ঐ গড়গড়ি থেকে অন্য কোন গ্রামে যেতে গেলে কি অবস্থা হতো,এখন সেই রাস্তাগুলো দেখেন,সব পিচকরন রাস্তা হয়ে গেছে,।

এক সময় এখানকার সব রাস্তায় কাঁচা ছিল আজ সবই পাকা হয়েছে।আমি তো বল্লাম আওয়ামী লীগ ক্ষমতায় আসলে মানুষের উন্নয়ন হয়, রাস্তা পাকা হয়।পাশে যে স্কুল দেখছেন স্কুলের বিল্ডিং করে দেওয়া হয়েছে,বালিকা বিদ্যালয়ে বিল্ডিং করে দেওয়া সহ ইউনিয়নের স্কুল গুলোতে বিল্ডিং হয়েছে। বিএনপি-জামায়াতের সময় সন্ত্রাস ছিল, আওয়ামীলীগ ক্ষমতায় আসার পর সন্ত্রাস দমন করা হয়েছে। মানুষ আজ সুখে শান্তিতে বসবাস করছে,রাতে শান্তিতে ঘুমাতে পারে। মনে রাখবেন তৃনমুলের নেতা কর্মিরাই দলের প্রান,তাই তৃনমুলের সকলকে ঐক্যবদ্ধ হতে,আপনাদের শক্ত হাতে হাল ধরতে হবে। সামনে ভোট, এখন অনেক নেতা আসবে ভোট চাবে,টাকা খরচ করবে,আপনারা চিন্তা করবেন না,অবৈধ পথে উপার্জন করা টাকা জনগনের মাঝে বিলাচ্ছে বিলাতে দেন,কারন ঐ টাকায় আপনাদের হক আছে।

আমরা আজ ৬০ বছর ধরে নেতা কর্মিদের পাশে আছি,তাই আজও অনেক গ্রামের নেতাকর্মিদের ঠিকমত নাম মুখস্ত করে রাখতে পারি নি,আর তুমি মিয়াতো বসন্তের কোকিল,দুদিন পর আর তেমাকে খুজে পাওয়া যাবেন। একটা গল্প মনে পড়ে গেল,একজন গরিব মানুষ ভোটের সময় ঐরকম বসন্তের কোকিলের বাড়ি গিয়েছে,পানি খাতি চায়েছে,তো তারা একটা বোতল নিয়ে মুখ খোলার পর ফস করে উঠেছে,ঐলোকতো একটু চমকিয়ে গেছে,যাহোক ঠান্ডা পানি খেয়ে সে চলে গিয়েছে,ভোটের পর একদিন আবার ঐলোক তার বাড়ী গিয়েছে,পানি খাতি চাইলে ওরা কলের পানি নিয়ে আসে দিয়েছে,লোকটা বলছে হাগো বাবারা এবার তো ফস করলো না,তো ওরা বলছে সবসময়কি ফসকরে বাবা। তে এরা হটাৎকরে আসে ফস করাবে, যতপারেন ফস করান,কারন ভোটের পর ওদের আর খুজে পাবেন না,আমি সেলুন আজিবন আপনাদের পাশে ছিলাম ভবিস্যতেও থাকব।

আপনারা যারা দলের কর্মি আছেন আপনারা সাধারণ মানুষের কাছে গিয়ে ভোট চান। ভোট চাওয়ার মত অনেক অর্জন রয়েছে আমাদের। যারা বঙ্গবন্ধুকে হত্যা করেছিল তারা আবারও ষড়যন্ত্র করছে। বঙ্গবন্ধুর অপরাধ তিনি সোনার বাংলা গড়তে চেয়েছিলেন,তাই বঙ্গবন্ধুকে ঘাতকরা হত্যা করে,যারা মুক্তিযুদ্ধ চাই নি তারা স্বড়যন্ত্র করে বঙ্গবন্ধুকে হত্যা করেছিল,সেদিন মানবাধিকার কোথায় ছিল। আজকে মানবাধিকারের কথা বলেন। আমেরিকা আমাদের উপর ভিসা নিতি করে ভিসা বন্ধ করতে চাই,বঙ্গবন্ধু কন্যা আমেরিকায় বসে বলেছেন,তোমরা আমাদের উপর ভিসা নিতি প্রয়োগ করে ভিসা বন্ধ করলে তোমাদেরও বাংলাদেশে আসা বন্ধ করে দেব।এর নাম বঙ্গবন্ধু কন্যা বিশ্বনেন্ত্রী শেখ হাসিনা। আমেরিকা আপনারা বড় দেশ, আপনাদের মত থাকেন, আমাদের উপর লাঠি ঘোরানোর চেষ্টা করেন না। এমপি ছেলুন জোয়ার্দ্দার বলেন,তৃণমূলের নেতা কর্মিদের ঐক্যবদ্ধ থাকতে হবে। ৭১ সালে আমরা তরুনরা যেভাবে যুদ্ধে ঝাপিয়ে পড়েছিলাম, আজকে ছাত্রলীগ যুবলীগকে প্রস্তুত থাকতে হবে। যে কোন ষড়যন্ত্রের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়াতে হবে।

জেহালা ইউনিয়ন আওয়ামীলীগের সভাপতি হাসানুজ্জামান হান্নানের সভাপতিত্বে কর্মি সভায় বিশেষ অতিথি ছিলেন, জেলা আওয়ামীলীগের সহ-সভাপতি খুস্তার জামিল, জেলা আওয়ামীলীগের সাবেক যুগ্ম সম্পাদক রিয়াজুল ইসলাম জোয়ার্দার টোটন, সাংগঠনিক সম্পাদক মুন্সি আলমগীর হান্নান, মাসুদুজ্জামান লিটু বিশ্বাস,সাবেক বন ও পরিবেশ বিষয়ক সম্পাদক শহিদুল ইসলাম, শওকত মিয়া, জেলা যুবলীগের সাবেক আহবায়ক আরেফিন আলম রঞ্জু,চুয়াডাঙ্গা সদর পৌর আওয়ামীলীগের,সম্পাদক, আব্দুল কাদের, উপজেলা আওয়ামীলীগের সাবেক সহসভাপতি বিশিষ্ট ব্যবসায়ী আলহাজ্ব লিয়াকত আলী লিপু মোল্লা,হামিদুল ইসলাম, পৌর আওয়ামীলীগের যুগ্ম সম্পাদক সাইফুর রহমান পিন্টু,উপজেলা ভাইচ চেয়ারম্যান সালমুন আহমেদ ডন,মহিলা ভাইস চেয়ারম্যান কাজী মারজাহান নিতু, সাবেক সাংগঠনিক সম্পাদক আলম হোসেন,আতিয়ার রহমান, মাসুদ রানা তুহিন, জেলা পরিষদের সদস্য মাসুম,মজনুর রহমান,ইউপি চেয়ারম্যান তরিকুল ইসলাম,বীর মুক্তিযোদ্ধা উম্বাদ আলী,রেফাউল ইসলাম।

ইউনিয়ন আওয়ামীলীগের সাধারণ সম্পাদক হান্নান মাষ্টারের উপস্থাপনায় আরোও উপস্থিত ছিলেন নাগদাহ ইউপি চেয়ারম্যান এজাজ ইমতিয়াজ বিপুল জোয়ার্দ্দার, নাগদাহ ইউনিয়নের নজরুল ইসলাম সোনা জোযার্দার, সাবেক ছাত্রলীগ নেতা আশরাফুল, বীর মুক্নুতিযোদ্ধা নুরুজ্জামান

লাল্টু, ছাত্রলীগ নেতা গোলাম ছরোয়ার শামিম, বাদসা,রকি প্রমুখ।